শিল্প-সাহিত্যে বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকবেন অনাদিকাল

মোতাহার হোসেন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এদেশের মানুষ যেমন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন, ভাষা আন্দোলনে, মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তেমনি বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্র করে এদেশের শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে। বিশেষ করে কবিতায়, গল্পে, প্রবন্ধে, উপন্যাসে, গানে, ছড়ায়, চিত্র শিল্প সমৃদ্ধ হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে উপলক্ষ্য, উপজীব্য, অবলম্বন করেই। বিশ্বের আর কোনো দেশে, কোনো নেতা, নেত্রী বা বিশেষ ব্যক্তিকে নিয়ে এরকম শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। তিনি চিরদিন বহমান থাকবেন দেশের কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, চিত্রশিল্পে, ছড়া সাহিত্যে সমভাবে প্রজ্বলিত থাকবেন। অবশ্য ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপিরবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর এদেশের শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, চিত্রশিল্পে সপিরবারে বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদে দ্রোহের বিস্ফোরোণ ঘটে, নতুন মাত্রা পায় প্রতিবাদের ভাষা। শুধু দেশের শিল্প-সাহিত্যে নয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় রচিত হয়েছে, এখনও রচিত, অনুদিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

হাজার বছরের শ্রেষ্ট বাঙালি ,স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তি ও রাজনৈতিক জীবন ও কর্ম এখন দেশে বিদেশে গবেষণা, সাহিত্যে, রাজনৈতিক দল সমূহের জন্য অনুকরণীয়, অনুসরণীয় এবং অপরিহার্য হয়ে ওঠছে। তাঁর উপর রচিত হয়েছে বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যক বই। বিশ্বের এ যাবৎকালের কোনো নেতা, রাষ্ট্রনায়কের ওপর এত বেশি সংখ্যক বই রচিত হয়নি। তাছাড়া ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারের হত্যার প্রতিবাদে, দ্রোহে, ক্ষোভে রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের মতো জ্বলে ওঠেছিলেন দেশ বিদেশের বহু কবি, ছড়াকার, গল্পকার, ঔপনাস্যিক, প্রাবন্ধিক, গবেষক, তথা সাহিত্যিকরা নিরন্তর লিখে চলেছেন। ইতোমধ্যে এসব বিষয়ে লেখা এই পর্যন্ত দেশ-বিদেশে প্রায় ১৩ শতাধিক মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা একাডেমি, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, শিশু একাডেমি, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী দেশের অধিকাংশ প্রকাশনা সংস্থা থেকে এসব বই প্রকাশিত হয়েছে। এর বাইরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রবাসী বাংলাদেশীসহ বিশ্বের খ্যাতিমান লেখকরা প্রচুর বই লিখেছেন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে।

‘বঙ্গবন্ধু নিজেই ছিলেন রাজনীতির কবি’। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দি উদ্যোনে লাখো মানুষের জনস্রোতে তাঁর বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হওয়া ‘ভাষণ’ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ট ভাষণ এবং সর্বশ্রেষ্ট সাহিত্য বললে ভুল হবে না। জনমানুষের কবি, বাংলাদেশসহ তামাম দুনিয়ার মজদুর, ষোষিত, নির্যাতিত, নীপিড়ীত, বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায় ও মুক্তির দিশারি। তাঁর সমপর্যায়ের বিশ্বমানের রাজনীতিক হিসেবে মহত্মা গান্ধী, নেলসন ম্যান্ডেলা, ইয়াসির আরাফাত প্রমুখ। অবশ্য বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যতটা শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতির ক্রম বিকাশ ঘটেছে ততটা ঘটেনি বিশ্বের অপরাপর বড়ো মাপের নেতাদের নিয়ে। বাঙালির শোকের মাস এই আগস্টকে সামনে রেখে পাবলিক লাইব্রেরির, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র, বাংলা বাজার কেন্দ্রিক প্রকাশনা সংস্থা সমূহের অনুসন্ধান চালিয়ে এ তথ্য মিলিছে। একজন নেতার ওপর পৃথিবীর আর কোনো দেশে এতো বিপুল সংখ্যক বই প্রকাশ হয়নি। এই বইগুলো বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত। এ ছাড়াও বঙ্গবন্ধুর ওপর বেশ সংখ্যক বই চীনা, জাপানি, ইটালি, জার্মানি, সুইডিশসহ কয়েকটি বিদেশি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেনের লেখা ‘বঙ্গবন্ধু বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি ‘১৯৯৮ সালে ‘বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু চর্চা’ শিরোনামে যে বইটি প্রকাশ পেয়েছিল, তাতে বঙ্গবন্ধুর ওপর বইয়ের সংখ্যা ছিল সাড়ে তিনশত। আর বর্তমান ‘বঙ্গবন্ধু বিয়ষক গ্রন্থ’ বইটিতে এ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১ হাজার ছাড়িয়ে গেছে।’ তার এই বইটি প্রকাশের পর তিন বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে। এ সময়ে বঙ্গবন্ধুর ওপর আরও তিন শতাধিক বই প্রকাশ পেয়েছে। এ নিয়ে শুধুমাত্র প্রায় দু’হাজার মৌলিক গ্রন্থ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রকাশ পেয়েছে। রাজধানীর পালক প্রকাশনী থেকে সাংবাদিক ও কলাম লেখক মোতাহার হোসেন রচিত ‘বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা’ এবং বঙ্গবন্ধুর তিন প্রজন্মের রাজনীত’ শীর্ষক দুটো প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হয়েছে। এর প্রথমটি প্রকাশিত হয় ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে। দ্বিতীয়টি প্রকাশিত হয় ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারির বই মেলাতে। প্রথম বইটির পর পর দুটি মুদ্রণ শেষ হয়ে যাওয়ায় ইতোমধ্যে তৃতীয় মুদ্রণের বই ও প্রায় শেষ হওয়ার পথে। পালক প্রকাশনী থেকে তাঁর আরেকটি প্রবন্ধের বই ‘বঙ্গবন্ধুর তিন প্রজন্মের রাজনীতি’ প্রকাশিত হয়।

বঙ্গবন্ধু একটি বহতা নদীর মতো, প্রতিদিন নিত্য নতুন রূপে বাংলাদেশসহ বিশ্বের দেশে দেশে তাঁকে নিয়ে গবেষণা হচ্ছে, প্রবন্ধ, নিবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকাশিত হচ্ছে নতুন নতুন বই। বিভিন্ন ভাষায় বঙ্গবন্ধুর উপর প্রকাশিত সর্বশেষ বইয়ের সংখ্যা কত এ হিসেবে করা কষ্টসাধ্য। কারণ প্রতি দিনই বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাঁর উপর বই বের হচ্ছে। এক কথায় বঙ্গবন্ধু বিশ্ব পরিমন্ডলে এক অমূল্য সম্পদ। তাঁকে নিয়ে বিশ্বের দেশে দেশে রাজনৈতিক অঙ্গণে গবেষণা হচ্ছে, তাঁর দেওয়া বিভিন্ন বক্তব্য, বিবৃতি, ভাষণ প্রভৃতি থেকে বিশ্ব নের্তৃবৃন্দ গবেষণা করে তথ্য উপাত্ত

নিজেদের জীবনে, রাজনীতিতে, রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রয়োগ করছেন। এখানে জাতির পিতার স্বার্থকতা। তিনি বিশ্ব রাজনীতিতে একজন দার্শনিক, শিক্ষাগুরু, পথপ্রদর্শক সর্বোপরি তিনি হচ্ছেন রাজনীতির কবি।

'বঙ্গবন্ধু বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি' বইতে যে পরিসংখ্যান দেওয়া হয়, তা ১৬টি শিরোনামে বিভক্ত করা হয়। এর মধ্যে 'ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু' বিষয়ক বই প্রকাশ পেয়েছে ৯টি। 'আগরতলা মামলা ও উনসত্তরের গণঅভূত্থান' বিষয়ে সাতটি, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু' বিষয়ে ১১৭টি, রাজনীতি, প্রশাসন ও পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক ১৭৩টি, 'স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ' বিষয়ে ৩২টি, আলোকচিত্র ও দলিলপত্র বিষয়ে ১২৬টি, প্রবন্ধ ও নিবন্ধ বিষয়ে ১০৪টি, গল্প ও উপন্যাস বিষয়ে ১২২টি, কবিতা ও ছড়া বিষয়ে' ৯৮টি, জীবনী গ্রন্থ-১৫১টি, শিশুতোষ গ্রন্থ- ৭৮টি, 'বঙ্গবন্ধু বিরোধীদের দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধু' বিষয়ে-১৪টি, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা যাত্রা, নাটক, সংগীত, গীতি আলেখ্য গ্রন্থ ১১টি, বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড বিষয়ক গ্রন্থ- ৮১টি, মূল্যায়নধর্মী গ্রন্থ' ৫৫টি এবং দেশি-বিদেশী লেখকদের লেখা ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ- ৬৭টি প্রকাশ পেয়েছে।

ইংরেজি ভাষায় দেশে সবচেয়ে বেশি বই প্রকাশ করেছে ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড। তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'আত্মজীবনী' গ্রন্থটি একযোগে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করে। বাংলা একাডেমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা 'কারাগারের রোজনামচা' সহ নয়টি বই প্রকাশ করেছে। এই বইটি বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়। বাংলা একাডেমি বঙ্গবন্ধুর ওপর গ্রন্থপঞ্জি বইটি প্রকাশের পর গত তিন বছরে বঙ্গবন্ধুর ওপর আরও প্রায় তিন শতাধিক বই প্রকাশ পেয়েছে। ফলে এ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর ওপর শুধুমাত্র মৌলিক গ্রন্থ তের শতাধিক দাঁড়িয়েছে। গত তিনবছরে একুশের গ্রন্থমেলায় বঙ্গবন্ধুর ওপর অসংখ্য বই প্রকাশিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে।

বাংলাদেশ নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য থেকেও বঙ্গবন্ধুর ওপর এতো বই বের হয়েছে,তা তাঁর প্রতি ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতারই বহিঃপ্রকাশ। তাঁর জীবন ও কর্মের ওপর অপ্রকাশিত অনেক তথ্য বের হয়ে আসছে প্রতিনিয়ত। আগামী প্রকাশনী থেকে বঙ্গবন্ধুর ওপর ৮০টি বই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে শেখ হাসিনার 'শেখ মুজিব আমার পিতা' বইটি বিপুল সংখ্যক বিক্রি হয়েছে। প্রতি মাসেই অসংখ্য বই বের হচ্ছে জাতির পিতাকে নিয়ে। বাঙালি জাতির জন্য এটা সৌভাগ্য যে-বঙ্গবন্ধুর ওপর এতো বই প্রকাশ পেয়েছে। এতো বিপুল সংখ্যক বই হয়তো বিশ্বের অন্য কোনো নেতার ওপর প্রকাশ পায়নি। এ ছাড়া প্রতি বছর বাংলা একাডেমির বই মেলা,স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসকে কেন্দ্র করে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নিরন্তর প্রকাশিত হচ্ছে বিপুল সংখ্যাক কাব্য গ্রন্থ, গল্প, উপন্যাস, নাটক, নাটিকা ও চিত্রনাট্য প্রভৃতি।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে চীনা, জাপানিজ, ইটালি, জামার্নি ও সুইডিশ ভাষায়ও অসংখ্য বই প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায়, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, সংস্কৃতিতে যতটা দিন বদলের হাওয়া লেগেছে, ঠিক তার চেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছেন জাতির পিতার আর্দশ, অর্থাৎ তাঁর জীবন, সংগ্রাম কর্ম অনুসরণ, অনুকরণ করা। একই সাথে ঘাতকের বুলেটে ক্ষত-বিক্ষত করে দেওয়া পিতার করুণ বিদায় দেশের সর্বশ্রেণির মানুষকে যেমনি শোকে মুহ্যমান করেছে তেমনি দেশে বিশেদের কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে দ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। আর এই ক্ষোভ, দ্রোহের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে শিল্প- সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে। এ কারণে 'জীবীত মুজিব' অপেক্ষা 'মৃত মুজিব' রাজনীতিবিদরে জন্য বিশেষ করে তাঁর আদর্শের অনুসারীদের জন্য যতটা উজ্জীবিত করে আন্দোলনে, সংগ্রামে, দেশ গঠনে, উন্নয়নে, জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে, ঠিক সমান চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে কবি, শিল্প-সাহিত্যিকদের মধ্যেও। 'আদর্শের যে মৃত্যু নেই' এটা বঙ্গবন্ধুকে দিয়েই প্রমাণিত। আজকের এই দিনে জাতির পিতার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা। একই সঙ্গে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালোরাতে ঘাতকের বুলেটে শহিদ জাতির পিতার প্রতি এবং তাঁর পরিবারের অপরাপর শহিদের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনা করছি।

#

৩১.০৮.২০২০ পিআইডি ফিচার